আইনের চোখে শিশু অধিকার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক শাস্তি, মারধর, গালিগালাজ ও নিপীড়ন করলে, তা কি অন্যায় হবে?

হ্যাঁ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুকে শৃঙ্খলার নামে মারধর ও যেকোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেয়া অন্যায়।

শিশুর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতনের শাস্তির বিধানগুলো কী কী?

* সর্বচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত জেল। অথবা
* এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। অথবা
* উভয় দণ্ড।

সহিংসতার শিকার অসচ্ছল শিশুর পরিবার কি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বিনা মূল্যে আইনি সহায়তা পেতে পারে?

অবশ্যই পাওয়া যায়। নিচে উল্লিখিত বাংলাদেশি সংস্থাগুলো অসচ্ছল শিশুর পরিবারকে বিনা খরচে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
জাতীয় মহিলা সংস্থা ভবন
১৪৫ নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০
হটলাইন : ০১৭৬১২২২২২২-৪
ই-মেইল : info@nlaso.gov.bd

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
টেলিফোন : ০০৮৮-০২-৮৩৯১৯৭০-২,৮৩১৭১৮৫
ই-মেইল : mail@blast.org.bd

শিশু নির্যাতন হলেই ডায়াল করুন ১০৯২১

বাংলাদেশের আইনে 'শিশু' বলতে কী বোঝায়?

নবজাতক থেকে শুরু করে ১৮ বছরের কম বয়সী সব মানুষকে বাংলাদেশের আইনে 'শিশু' বলা হয়। আর ৪০ দিনের নিচের শিশুকে 'নবজাতক' বলা হয়।

শিশুদের প্রধান অধিকারগুলো কী কী?

- জীবনধারণের অধিকার
- উন্নয়নের অধিকার
- আইনের সুরক্ষা ও আশ্রয়লাভের অধিকার
- সহিংসতা, নির্যাতন ও যেকোনো অমানবিক এবং অমর্যাদাকর আচরণ থেকে মুক্ত থাকার অধিকার

এদেশের প্রতিটি শিশুর জন্যই কি এই অধিকারগুলো দরকার?

হ্যাঁ, অবশ্যই। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণি, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার দিক দিয়ে যতই ভেদাভেদ থাকুক সব শিশুই এই অধিকার ভোগ করবে।

শিশুর কল্যাণ ও ভালোভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাধাগুলো কী?

শিশুকে মারধর, অবহেলা, শিশুর প্রতি সহিংসতা, গালিগালাজ ও যেকোনো খারাপ আচরণ তাদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে।

BLAST Save the Children

www.facebook.com/BLASTBangladesh